আল্লাহর কাছে জনতা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সিজদানত

সোনা কান্তি বড়ুয়া

মহিমান্বিত রজনী লায়লাতুল কদর রাতে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা:) এর উপর পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হয়েছিল। মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে গেল, আজ ও বাংলাদেশের জনতা একাত্তরের নির্মম হত্যাকান্ডের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে সিজদানত হয়ে ফরিয়াদ করে, আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠায় জনতা ৭১' এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। "কর ত্রাণ মহা প্রাণ / আনো অমৃত বাণী। করুনাঘণ ধরণীতল করহ কলংক শূন্য।"

আজ ও বাংলাদেশের শহীদদের আত্মায় রিক্তের বেদন কেন? অদৃষ্ঠের বিড়ম্বনায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা দু:খের দহনে করুন রোদনে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে, অথচ জেল হত্যা মামলায় বহুল আলোচিত খুনী মেজর (অব.) মোহাম্মদ খায়রুজ্জামানকে কয়েকমাস আগে বাংলাদেশ সরকার মালয়েশিয়ায় হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে জাতীয় নির্বাচন কি জাগ্রত দ্বারে? দেশে বিদেশের জনতা সামরিক জান্তার হাতে গণতন্ত্রের জন্য জীবন দান করে কেন? ধর্মের নামে রাষ্ঠ্রক্ষমতার চোখ বেঁধে না দিয়ে মিয়ানমারের অপাপবিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষুগণের কত প্রাণ হল বলিদান লেখা আছে উক্ত দেশের জনতার অশ্রুজলে। কবির ভাষায়, "বিধির বিধান কাটবে তুমি / তুমি কি এমনি শক্তিমান?"

বাংলাদেশে অক্টোবরের আগে জাতীয় নির্বাচন (দৈনিক আমাদের সময়, ১০ অক্টোবর) সংবাদে চলমান রাজনৈতিক অন্ধকারে ধন্য আশা কুহিকীনি না হলে জামাতের গণ হত্যার বিচারের কথা সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ. আহমদ তাঁর ৭ দফা দুর্নীতি নিরোধগামিনি প্রতিপদা সূত্র বিশ্লেষণ করা কালে মনে না থাকার কারন কি, তাহা দেশের মানুষ অক্টোবরের ভোটের আগে জানতে চায়। রাজাকারের দুর্নীতি, নর হত্যা, নারী হত্যা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের বিচার আজ করা আজ ও সম্পন্ন হয়নি। তাই আমাদের প্রশ্ন, আজকের তত্ত্ববধায়ক সরকার রাষ্ঠ্রদ্রোহী রাজাকার মতিউর রহমান নিজামী সহ ৭১' যুদ্ধাপরাধীদেরকে গ্রেফতার করবেন কবে? দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ আরো অনেক মন্ত্রী, ব্যবসায়ী এবং সন্ত্রাসীকে জেলখানায় আটক করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্ঠা ড: ফখরুদ্দীন আহমদ দুর্নীতিবধের যথাযোগ্য কারন ব্যাখ্যা করেছেন জামায়াতের আমৃত্যু সর্বগ্রাসী হত্যাযজ্ঞ বাদ দিয়ে। দুইজন সামরিক শাসক জে: জিয়া এবং জে: এরশাদ দেশের সংবিধান ধ্বংস করে বি এন পি ও জাতীয় দল স্থাপন করে রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তান মার্কা আয়ুব খানের রাজনীতি প্রবর্তন করেন। নৈতিক চরিত্র সহ সদাচার না থাকলে রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবেশ করবেই।

দুর্নীতি এবং ভোটের নামে যে বিপর্যয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে, তা শেষ না হলে গণতন্ত্রের মূল্যবোধের পুরস্কার কখনোই পৌঁছাবে না জনসাধারণের কাছে। রাজনৈতিক দল এবং প্রক্রিয়ার উপর আস্থা চলে যাবে। যুগের এই নতুন চাহিদা । তাল মেলাবার দায় সাধারণ ধারক এবং বাহকদের। । আসল বিচারে হাত না দিয়ে দুর্নীতি বধ সম্ভব নয়। সমালোচনার অধিকার সভ্যতার অঙ্গ। একই সঙ্গে, কোনো স্থায়ী রাজনীতি বা ধর্মই মানবিকতার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের এই বিশ্বাসই যুক্তিসংগত। শ্রদ্ধাপূর্ণ সহ অবস্থানের দৃষ্টিতে এটাই শ্রেয়। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। দেশের রাজনীতিতে দুর্নীতির নায়ক, নায়িকা, খল নায়ক, খল নায়িকা সহ সম্প্রতি জনাব জলিল ও বাবর নামায় প্রমানিত হলো দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীগণ দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং এর শেকড় খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজনীতির দুর্নীতিবাজরা মনে করেন যুগে যুগে অর্থ, পেশী, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে তো এভাবে সত্য পালটায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ. আহমেদ সহ সশস্ত্র বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে জামাতের একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের দুর্নীতি দূর করে ভোটের দিন কবে শুরু করবেন?